যুগান্তর

তারিখ ... 01 DEC 2002
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

পিক-আপ পদ্ধতি নিয়ে কথা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০০১ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত ১৯৯৭ সালের সনাতন অনার্স মানোন্নয়ন পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে পিক-আপ পদ্ধতি প্রয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তটি নিম্নরূপ :

"(২) ১৯৯৭ সালের অনার্স সনাতন/পার্ট-৩/৩য় বর্ষ পরীক্ষায় (ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস অনুযায়ী) মান-উন্নয়ন পরীক্ষার্থীদের পূর্ববর্তী পরীক্ষা ও ১৯৯৭ সালের অনার্স সনাতন/পার্ট-৩/৩য় বর্ষ পরীক্ষায় যে পত্রে/পত্রসমূহে/কোর্সে বেশি নম্বর থাকবে সে সকল পত্র/পত্রের/কোর্সের নম্বর গণনা করে সমন্বিতভাবে ফলাফল প্রকাশের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।"

উপরোক্ত সিদ্ধান্তটি বিগত ১৫/৯/০২ তারিখে অনুষ্ঠিত একাডেমিক কাউন্সিলের ৪৪তম সভায় গৃহীত হয়। বর্ণিত সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৯৩ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত সবক'টি নিয়মিত পরীক্ষার পরীক্ষার্থীদের ১৯৯৭ সালের সনাতন অনার্স মানউন্নয়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়েছে। ১৯৯৩ সালের কোন পরীক্ষার্থী ১৯৯৭ সালে মানউন্নয়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে থাকলে তার ফলাফল নির্ধারণ করা হবে ১৯৯৩ এবং ১৯৯৭ মানউন্নয়ন পরীক্ষায় প্রতি পত্রে প্রাপ্ত বেশি নম্বরটি গণনা করে অর্থাৎ পিক-আপ পদ্ধতির ভিত্তিতে। অনুরূপভাবে ১৯৯৪ সালের কোন নিয়মিত পরীক্ষার্থী ১৯৯৭ সালের মানউন্নয়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে থাকলে ১৯৯৪ এবং ১৯৯৭ এ দুই পরীক্ষার ফলাফলে পিক-আপ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে। ১৯৯৫-১৯৯৬ নিয়মিত পরীক্ষার্থীরাও একইভাবে ফলাফল নির্ধারণের সুযোগ পাবেন। ১৯৯৩/১৯৯৪ সালের কোন নিয়মিত পরীক্ষার্থী ১৯৯৭ মানউন্নয়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে যদি পিক-আপ সুবিধা ও গ্রেস নম্বর সুবিধা পায়, তাহলে ১৯৯৩/১৯৯৪ সালের কোন নিয়মিত পরীক্ষার্থী ১৯৯৫/১৯৯৬ মানউন্নয়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পিক-আপ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে পারে না। ১৯৯৭ সালের অনার্স সনাতন মানউন্নয়ন পরীক্ষার্থীদের পূর্ববর্তী পরীক্ষা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অনুষ্ঠিত ১৯৯৩ সালের পরীক্ষা থেকে আরম্ভ করে ১৯৯৬ সালের পরীক্ষা পর্যন্ত সবক'টি পরীক্ষাকে বোঝানো হয়েছে। অতএব কোন পরীক্ষার্থী ১৯৯৪ সালের নিয়মিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পর ১৯৯৫ সালের মানউন্নয়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে থাকলে তার ফলাফল ১৯৯৪ এবং ১৯৯৫-এ দুই সালের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে পিক-আপ পদ্ধতিতে নির্ধারিত হওয়া ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত। বিষয়টি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে সুবিবেচনার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এম সাদেক
বিভাগীয় প্রধান, ব্যবস্থাপনা বিভাগ
তেজগাঁও কলেজ, ঢাকা